152

দৈনিক সংবাদ

তারিখ OCT. 1 7 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

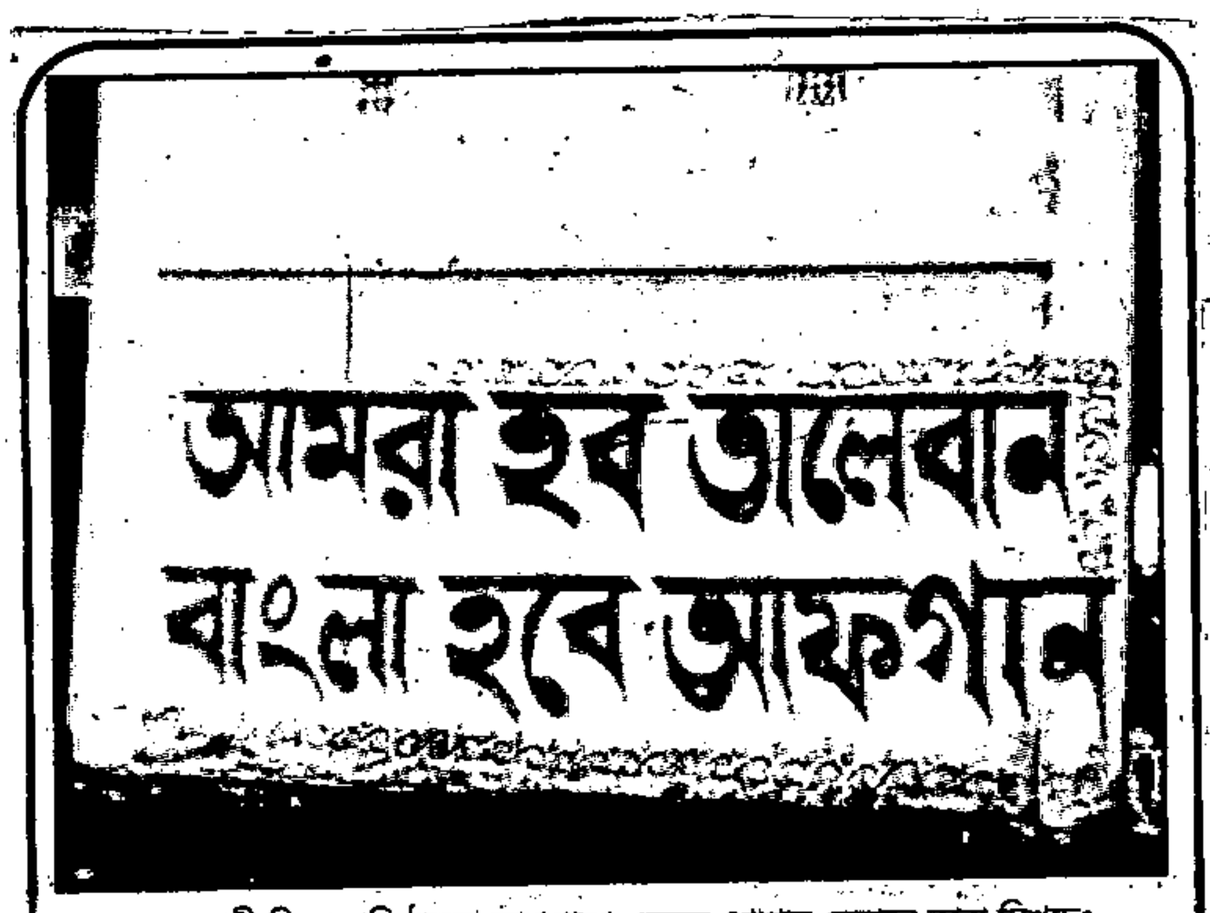

রংপুরে জেহাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশপাশে এরকম শ্লোগান দেয়ালে কারা লিখছে? — সংবাদ

রংপুরে 'জেহাদী শিক্ষা' প্রতিষ্ঠান

কয়েকজন ছাত্র উধাও, বাক্স বোঝাই মাল পাচার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রংপুর ঘুরে এসে ॥ রংপুরে গড়ে ওঠা রহস্যময় 'জেহাদী শিক্ষা' প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আরো উদ্বেগজনক তথ্য মিলেছে। ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'হুজুর' আফগানিস্তান থেকে ট্রেনিং এবং সরাসরি সেখানে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। উক্ত মাদ্রাসা এবং একটি মৌলবাদী রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রিত কলেজ সংলগ্ন এলাকায় 'তালেবান' সম্পর্কিত দেয়াল লিখন-শ্লোগান এলাকার মানুষজনকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

'সংবাদ'-এ উক্ত 'জেহাদী শিক্ষা' প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দুদফা খবর প্রকাশের পর এলাকার মানুষজনের মধ্যে উক্ত 'জেহাদী শিক্ষা' প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলুম মাহমুদিয়া মাদ্রাসা' সম্পর্কে ক্ষোভ বাড়ছে। তারা ওই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার জন্য উচ্চপর্যায়ে দাবি জানিয়েছেন। মাদ্রাসার 'বড় হুজুর' গ্রামের লোকজনকে নিয়ে মাদ্রাসা কমিটি গঠন করে বিষয়টিকে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এলাকাবাসী আরো জানান, গভীর রাতে মাইক্রোবাস এবং বড় হুজুর মুফতি শামসুল হকের কারযোগে (ঢাকা মেট্রো-ক-০৩-১৩৬২) মাদ্রাসা থেকে বাক্স বোঝাই মালামাল এবং ক'জন মাদ্রাসা ছাত্রকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে মালামালগুলো কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ওইসব সরে যাওয়া ছাত্র কারা এ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলে এবং অনুসন্ধান করে জানা গেছে, এলাকার ইউনুস, তৈয়ব ও আজহার বড় হুজুরের প্রত্যক্ষ সহযোগী। এলাকায় সরেজমিন ঘুরে লক্ষ্য করা গেছে তামপাট ইউনিয়নের গ্রামের আদি নাম ধর্মদাস, যা এখন বারো আউলিয়া নামকরণ করা হয়েছে, সেখানে যে রহস্যময় 'জেহাদী শিক্ষা' প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার ঠিক উল্টোদিকে সামান্য দূরে একটি মৌলবাদী রাজনৈতিক দল সাধারণ

রংপুর ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৪

রংপুর ঃ সরিয়ে ফেলা হয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'কলেজ' গড়ে তুলেছে। এ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক-কর্মচারী ওই বিশেষ রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য। জেলা প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের একাধিক কর্মকর্তার সাথে প্রতিষ্ঠানটির ভাল সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা গেছে। এর আশপাশ এলাকায় 'আমরা হব তালেবান, বাংলা হবে আফগান' একাধিক দেয়ালে শ্লোগান লেখা রয়েছে। এ রকম দেয়ালে লেখা শ্লোগান এলাকার লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। কারা এসব শ্লোগান লিখে দেশে আফগান স্টাইলে যুদ্ধের ডাক দিচ্ছে এলাকার একাধিক বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছে এ জিজ্ঞাসার জবাব মেলেনি। বিষয়টি এলাকার লোকজনকে নাড়া দিয়েছে।

মাদ্রাসার ক'জন ছাত্রের সাথে কথা বলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানা গেছে, মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আফগানিস্তানে 'তালেবানদের' যুদ্ধের কাহিনী শোনানো এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে আফগান যুদ্ধে যেতে ট্রেনিং নেয়ার জন্যও অনুপ্রেরণা দেয়া হতো। তাদের শারীরিকভাবে ট্রেনিং দেয়া হয়ে থাকে বলে এলাকার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। ছোট হুজুর আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেছেন, তার সরাসরি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে এবং তার নাম 'তালেবান' যোদ্ধাদের তালিকায় রয়েছে— এরকম উদ্বেগজনক তথ্য পাওয়া গেছে।

মাদ্রাসার অভ্যন্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সেখানে বড় হুজুরের হুকুম 'উর্দু ভাষা ব্যবহার করতে হবে'। হুজুরের নির্দেশ অমান্য করলে অমানুষিক নির্যাতন করা হয় মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের উপর। এ রকম প্রত্যক্ষ ঘটনা সম্পর্কে ক'জন মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী জানায়, তাদের নাম প্রকাশ করা হলে বড় হুজুর 'খতম' করে দেবে (তাই তাদের নাম প্রকাশ করা হলো না)। তারা জানায়, বড় হুজুর এবং তার লোকজন দড়ি দিয়ে বেঁধে অমানুষিকভাবে মারধর করত। ফলে অনেকের অচেতন এবং অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এমনকি মারধর ছাড়া মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন করা হতো- এরকম একটি ঘটনার বর্ণনায় জানা যায়, বড় হুজুর অপরাধীকে বাঁশের সাথে দড়ি দিয়ে দুহাত বেঁধে পায়ে এবং মাটির উপর চিনির 'সিরা' (তরল অবস্থা) মেখে দিত; এরপর লাল পিঁপড়ার উপর বেঁধে রাখত। পিঁপড়ার কামড়ে ছটফট করে অনেকে মারাত্মক অসুস্থ হয়েছে বলে জানা গেছে। ছাত্রীদের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আছে। বড় হুজুর মাদ্রাসার এক অল্প বয়স্কা ছাত্রীকে যৌন সম্ভোগের পর জোর করে বিয়ে করেন বলে অভিযোগ আছে। গ্রামবাসী জানান, মেয়ের বাবাকে বেঁধে রেখে ভয়ভীতি দেখিয়ে ওই বিয়েতে রাজি করানো হয়। এ নিয়ে থানায় মামলা হয়। পুলিশ এ নিয়ে বেশি দূর এগোয়নি। এলাকাবাসীর দাবি, এরকম প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হোক।

প্রতিবাদ ঃ 'সংবাদ'-এ মাদ্রাসা সম্পর্কে দুটি রিপোর্ট প্রকাশের পর মাদ্রাসার মুহ্‌তামিম মোঃ শামসুল হক এক প্রতিবাদলিপিতে বলেন, সংবাদে বর্ণিত অভিযোগের সাথে দারুলউলুম মাহমুদিয়া বারো আউলিয়া (ধর্মদাস) প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই। প্রতিষ্ঠানটি খালেছ একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে কোন প্রকার সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা দূরের কথা কোন প্রকার রাজনৈতিক আলোচনাও হয় না।

সর্বশেষ পরিস্থিতি ঃ 'জেহাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' সম্পর্কিত ২টি রিপোর্ট প্রকাশের পর থেকেই 'সংবাদ'-এর রংপুর প্রতিনিধিকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে তাকে হত্যার জন্য বোমা হামলাও হয়েছে। বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনসহ সর্বোচ্চ পর্যায়ে জানানো হয়েছে।